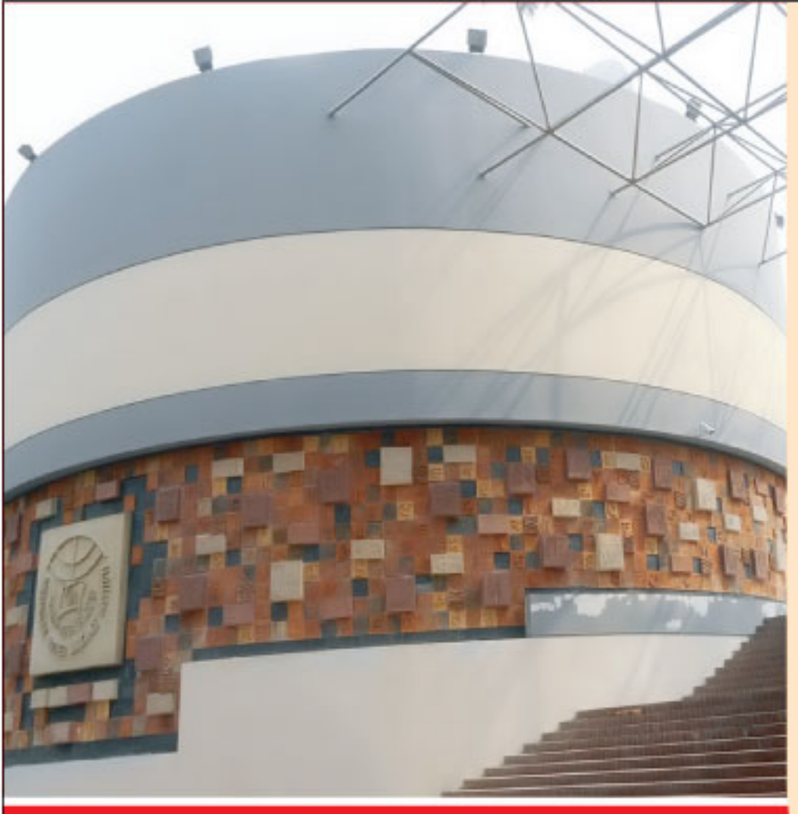

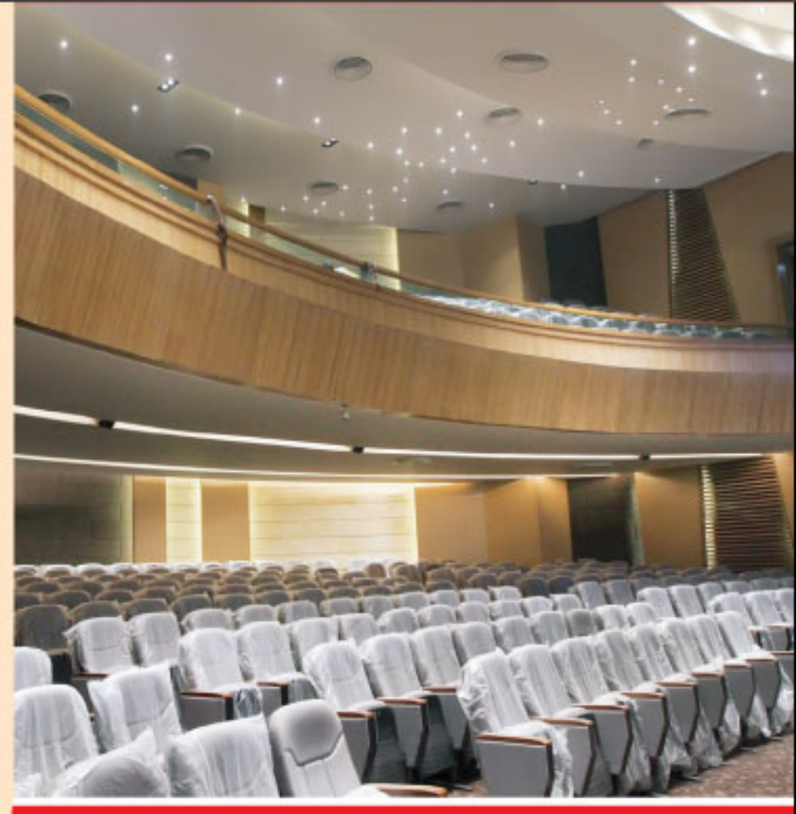

মাতৃভাষা-বার্তা

৩য় বর্ষ : ১ম - ২য় সংখ্যা

এপ্রিল ২০১৬

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৬ উদ্‌যাপন

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে চার দিনব্যাপী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার, শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনা। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি.-র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী পর্বে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন শিক্ষাসচিব মোঃ সোহরাব হোসাইন, প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. আতিউর রহমান এবং ইউনেস্কো-র পক্ষে বক্তব্য প্রদান করেন ইউনেস্কো, ঢাকা অফিসের প্রধান বিয়েট্রিস কালডুন।

প্রধান অতিথির অভিভাষণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভাষাশহীদদের শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, 'সারা পৃথিবী আজ বাংলাদেশকে জানে, বাংলা ভাষার গৌরবের কথা জানে। এ এক মহান অর্জন।' তিনি বলেন, 'সাম্প্রতিককালে বাংলা ভাষায় ইংরেজি ভাষার নানা উপাদান ব্যবহার করে যেভাবে বাংলা বলা হচ্ছে সেই প্রবণতা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। আমাদেরকে বাংলা ভাষার ঐতিহ্য রক্ষা এবং এর গঠনগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা ছাড়াও এ ভাষাকে সব ধরনের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে হবে।' তিনি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটকে বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেন, 'এ প্রতিষ্ঠানকে বিশ্বের মাতৃভাষার চর্চা ও গবেষণার আদর্শ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে।'

২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৬ উদ্‌যাপনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপবিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও অন্যান্য

ত্রৈমাসিক

মাতৃভাষার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের কার্যক্রম বৃদ্ধির বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্বের সব মাতৃভাষা সংরক্ষণের দায়িত্ব এখন আমাদের উপর অর্পিত হয়েছে। এ দায়িত্ব আমাদের নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে হবে।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এ বছরের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রতিপাদ্য Quality education, language(s) of instruction and learning outcomes-এর উল্লেখ করে বলেন, শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করার কোনো বিকল্প নেই। তিনি আরও বলেন, সরকার এ বিষয়ে সম্পূর্ণ আন্তরিক। এজন্য আমরা শিক্ষক প্রশিক্ষণসহ পাঠদান উপকরণ প্রস্তুত করার জন্য তথ্য-প্রযুক্তির সুবিধাদি ব্যবহার করছি।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি.
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন

শিক্ষাসচিব মোঃ সোহরাব হোসাইন বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্থাপনের রূপকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে বলেন, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ইউনেস্কো-র ক্যাটিগরি-২ ইনস্টিটিউটের স্বীকৃতি অর্জন করায় বিশ্বব্যাপী এর কার্যক্রম বিস্তৃত হবে। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, ইউনেস্কো-র মাতৃভাষা-আশ্রয়ী শিক্ষা ও টেকসই উন্নয়নের জন্য শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে ইনস্টিটিউট সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করবে।

অধ্যাপক আতিউর রহমান তাঁর 'একুশে ফেব্রুয়ারি : বাঙালির মননের বাতিঘর' শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, 'একুশে ফেব্রুয়ারি বিশ্বের প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষার অধিকার সুরক্ষার সংকল্পদীপ্ত দিবস। মাতৃভাষা চর্চার অধিকার সংরক্ষণ ছাড়া কোনো জাতি অগ্রসর হতে পারে না।' তিনি মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের গবেষণা কার্যক্রম নিরবচ্ছিন্ন রাখতে 'অর্থ সংস্থান বা অনুদানমূলক তহবিল' (endowment fund) গঠনের প্রস্তাব করেন। ইউনেস্কো-র ঢাকা অফিস প্রধান বিয়েট্রিস কালডুন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ইউনেস্কো ক্যাটিগরি-২ ইনস্টিটিউটের স্বীকৃতি লাভে অনন্য ভূমিকা পালনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানান। তিনি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৬ উপলক্ষে ইউনেস্কো-র মহাপরিচালক ইরিনা বোকোভা-র বাণী পড়ে শোনান। ইরিনা বোকাভা তাঁর বাণীতে বলেন, ইউনেস্কো-র টেকসই উন্নয়ন ২০৩০ কর্মসূচি বাস্তবায়নে মাতৃভাষায় গুণগত শিক্ষা এবং ভাষাবৈচিত্র্য সংরক্ষণে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মাতৃভাষায় পঠন-পাঠনকে উৎসাহিত করতে বহুভাষিক শিক্ষা-ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন যে ২০৩০ এসডিজি-৪ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ইউনেস্কো-র সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা কাজ করবে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক জীনাত ইমতিয়াজ আলী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সানুগ্রহ উপস্থিতির জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দসহ সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শেষপর্বে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ইউনেস্কো ক্যাটিগরি-২ ইনস্টিটিউটের মর্যাদা লাভ সংক্রান্ত চুক্তিপত্র অর্পণ করেন। এ সময় অন্যান্যের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ইউনেস্কো কার্যনির্বাহী বোর্ডের বাংলাদেশ প্রতিনিধি এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ইউনেস্কো ক্যাটিগরি-২
প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতির চুক্তিপত্র হস্তান্তর করছেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী।
এ সময় অন্যান্যের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ইউনেস্কো-র ঢাকা অফিস প্রধান বিয়েট্রিস কালডুন

আন্তর্জাতিক সেমিনার

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানমালার দ্বিতীয় দিন ২২ ফেব্রুয়ারি সকাল ৮টায় ইনস্টিটিউটের মিলনায়তনে আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। দুটি অধিবেশনে বিভক্ত এ সেমিনারে বিষয়বস্তু ছিল *To Promote the Dynamic Linkages Between Practices of Mother Language(s) and Literature* এবং *Impact of ICT on the Mother Tongue-based Education of the Developing Countries*. সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম। মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ারের ডার্টমাউথ কলেজের সহযোগী অধ্যাপক ও ভাষাবিজ্ঞানী ড. ডেভিড পিটারসন এবং ভারতের নয়াদিল্লির জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ভাষাবিজ্ঞানী ড. অজিত মোহান্তি। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক মহাম্মদ দানীউল হক।

২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ : আন্তর্জাতিক সেমিনারে প্রথম অধিবেশনের প্রবন্ধকার ও আলোচকবৃন্দ

দ্বিতীয় অধিবেশনে দলগত আলোচনা (Panel Discussion)-র সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন বাংলাদেশ জাতীয় ইউনেস্কো কমিশনের সচিব মোঃ মনজুর হোসেন। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন তথ্য-প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ মোঃ রাজীব ইমরান, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক আশরাফুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সিকদার মনোয়ার মুর্শেদ ও সহযোগী অধ্যাপক ড. সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান।

২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ : দ্বিতীয় অধিবেশনে দলগত আলোচনা

জাতীয় সেমিনার

গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ সকাল সাড়ে ৮টায় জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এ সেমিনার দুটি অধিবেশনে বিভক্ত ছিল। ভারতের পশ্চিমবঙ্গস্থ ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের পরিচালক, ভাষাবিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. প্রবাল দাশগুপ্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রথম অধিবেশনে *একুশ শতকে বাংলাদেশে বাংলাভাষা-পরিস্থিতি* এবং *একুশ শতকে বাংলাদেশে ইংরেজি ভাষা-পরিস্থিতি* শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান ড. সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মাসরুর শাহিদ। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক বেগম আকতার কামাল এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (যুগ্মসচিব) ও গবেষক শেখ মোঃ কাবেদুল ইসলাম। বেগম আকতার কামাল বলেন, 'বাংলাদেশই হচ্ছে বাংলাভাষার সূতিকাগার। বাংলাভাষার প্রতিষ্ঠা ও বিকাশে সার্বিকভাবে পৃথিবীর মধ্যে এখন নেতৃত্ব দেবে বাংলাদেশ।' দ্বিতীয় প্রবন্ধের আলোচক ছিলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক শফি আহমেদ ও অধ্যাপক আহমেদ রেজা। প্রবন্ধের আলোচনায় অধ্যাপক ড. প্রবাল দাশগুপ্ত মাতৃভাষা-চর্চা ও বিকাশে বাংলাদেশের অনন্য ভূমিকার উল্লেখ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি 'সেই সত্য যা রচিবে তুমি...' উদ্ধৃত করে বলেন, '...আমার মনে হচ্ছে, বাংলাদেশের বোঝা ভীষণ জরুরি যে, মাতৃভাষা চর্চার ব্যাপারে সেই সত্য, যা রচিবে বাংলাদেশ।'

২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ : জাতীয় সেমিনারের প্রথম অধিবেশন

দ্বিতীয় অধিবেশনে দুটি প্রবন্ধ পাঠ করা হয়। *একুশ শতকে বাংলাদেশে বাংলা উপভাষা-পরিস্থিতি* শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন ইউনিভার্সিটি অব লিবারাল আর্টস বাংলাদেশ-এর জেনারেল এডুকেশন বিভাগের অধ্যাপক ড. তপতীরাণী সরকার। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জেনিফার জাহান। তিনি বলেন, 'বাংলা উপভাষা সংরক্ষণে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সম্ভাব্য পরিস্থিতি অনুমান করে সমাধান নিশ্চিত করা প্রয়োজন।'

২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ : দ্বিতীয় অধিবেশন–পর্ব ১ (একাংশ)

দ্বিতীয় প্রবন্ধ *একুশ শতকে বাংলাদেশে নৃভাষা-পরিস্থিতি* উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সিকদার মনোয়ার মুর্শেদ। প্রবন্ধটির আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন খাগড়াছড়ি জেলার সমাজকর্মী, লেখক ও গবেষক মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সাঈদ ফেরদৌস। দ্বিতীয় অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম।

২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ : দ্বিতীয় অধিবেশন–পর্ব ২ (একাংশ)

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

ইনস্টিটিউট চত্বরে ২৪ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ৯টায় শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ইউনেস্কো-র এএসপি নেটভুক্ত স্কুল ও অন্যান্য বিদ্যালয় এবং বাংলাদেশে অবস্থিত বিভিন্ন হাই-কমিশন ও দূতাবাসের ১৫০ জন শিশু প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। চিত্রাঙ্কনের বিষয় ছিল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, মুক্তিযুদ্ধ ও প্রকৃতি। প্রধান বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন শিল্পী হাশেম খান। সহযোগী বিচারক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদের অধ্যাপক সৈয়দ আবুল বারক আলভী ও সহকারী অধ্যাপক শেখ মোহাম্মদ রোকনুজ্জামান। অংশগ্রহণকারী সকল শিশুকে সনদ ও পুরস্কার প্রদান করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এ এস মাহমুদ।

২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ : শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার একাংশ

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

ইনস্টিটিউটের মিলনায়তনে ২৪ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৪:৩০টায় অনুষ্ঠিত লোকজ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন প্রখ্যাত লালনসংগীত শিল্পী ফরিদা পারভীন। রুশ ফেডারেশন দূতাবাসের শিল্পীরা নিজস্ব ঘরানার সংগীত পরিবেশন ও মনোজ্ঞ অপেরা নৃত্য প্রদর্শন করেন। অনুষ্ঠানে জাদু প্রদর্শন করেন শিকদার আবদুস সালাম। ঠাকুরগাঁও থেকে আগত সাঁওতাল নৃগোষ্ঠীর শিল্পীরা পরিবেশন করেন গীতিনৃত্য, গাইবান্ধা থেকে আগত *চিন্তক* থিয়েটারের শিল্পীরা নৃত্যনাট্য *শাশ্বত বাংলা* এবং লালমনিরহাটের সাংস্কৃতিক সংগঠন আরশিনগর-এর শিল্পীরা তাদের অঞ্চলের লোকজ পালাগান পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে ডালিয়া আহমেদ বাংলা ও ইংরেজি ভাষার কবিতা আবৃত্তি করেন।

লোকজ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গীতিনৃত্য পরিবেশন করছেন ঠাকুরগাঁও জেলার সাঁওতাল নৃগোষ্ঠীর শিল্পীবৃন্দ

লিথুয়ানিয়ার ইতিহাস গ্রন্থ প্রকাশ

বাংলাদেশ ও লিথুয়ানিয়ার জাতিক ও ভাষিক সাদৃশ্যের মেলবন্ধনস্বরূপ *The History of Lithuania*-র অনুবাদ লিথুয়ানিয়ার ইতিহাস গ্রন্থ প্রকাশনার আনুষ্ঠানিক মোড়ক উন্মোচন (১০ মার্চ বিকেল ৪টা) করা হয়। সাদেকুল আহসান অনূদিত ও জীনাত ইমতিয়াজ আলী সম্পাদিত গ্রন্থটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রকাশ করেছে। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী, এম.পি. এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন লিথুয়ানিয়া প্রজাতন্ত্রের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী জনাব সারুনাস বিরুতিস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এ এস মাহমুদ, স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক জীনাত ইমতিয়াজ আলী। অনুষ্ঠানে ভাষা-গবেষক, লেখক, শিক্ষক, দূতাবাসের কর্মকর্তাবৃন্দ, পররাষ্ট্র এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

লিথুয়ানিয়ার ইতিহাস গ্রন্থের আনুষ্ঠানিক প্রকাশনার উদ্বোধন করছেন অতিথিবৃন্দ

সহযোগিতা প্রটোকল স্বাক্ষর

লিথুয়ানিয়ার ইতিহাস গ্রন্থের বাংলা সংস্করণের প্রকাশনা অনুষ্ঠানের শেষপর্বে ১০ মার্চ ২০১৬ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ও লিথুয়ানিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ ইনস্টিটিউটের মধ্যে সহযোগিতা-প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয়।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. জীনাত ইমতিয়াজ আলী ও লিথুয়ানিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. এলেনা জোলানতা জাবের্সকাইতে তাঁদের প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রটোকল স্বাক্ষর করেন। এ জাতীয় সমঝোতা স্মারকের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জাতিসমূহের ভাষার গবেষণা, ভাষা-সংরক্ষণ ও ভাষার উন্নয়নে দুটি প্রতিষ্ঠান একত্রে কাজ করতে পারবে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ও লিথুয়ানিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালকদ্বয় সহযোগিতা-প্রটোকল স্বাক্ষর করছেন

লিথুয়ানীয় রাষ্ট্রদূতের ইনস্টিটিউট পরিদর্শন

লিথুয়ানিয়ার রাষ্ট্রদূত লাইমোনাস তালাত-কেল্পসা ১৯ মে ২০১৫ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট পরিদর্শন করেন। রাষ্ট্রদূতের সফরসঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন তাঁর স্ত্রী আলিনা তালুনতাইতে, ডেপুটি চিফ অব মিশনের কাউন্সিলর জাস্টিনাস বাকুনাস, বাংলাদেশস্থ লিথুয়ানিয়ান দূতাবাসের অনারারি কন্সাল মিশাল আলী ও কর্মকর্তাবৃন্দ। এসময় পররাষ্ট্র ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণও উপস্থিত ছিলেন। রাষ্ট্রদূত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। মহাপরিচালক ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন কার্যক্রম অতিথিদের অবহিত করেন। তাঁরা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা-জাদুঘর পরিদর্শনের পর অনুভূতি ব্যক্ত করে পরিদর্শন বইয়ে স্বাক্ষর করেন। তিনি দুই দেশের মধ্যে ভাষিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত করার আগ্রহও প্রকাশ করেন।

ভাষা-জাদুঘর পরিদর্শন করছেন লিথুয়ানীয় রাষ্ট্রদূত লাইমোনাস তালাত-কেল্পসা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের স্বীকৃতি-সনদ হস্তান্তর

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক রাজ্যে ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ থেকে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের স্বীকৃতি-সনদ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়। নিউ ইয়র্কের সিনেট সচিব ফ্রান্সিস ডব্লিউ পাতিয়েন্স স্বাক্ষরিত এ সনদ ১৮ আগস্ট ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে হস্তান্তর করেন নিউ ইয়র্কের বাংলাভাষা ও সাহিত্যসেবা সংগঠন মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের সভাপতি বিশ্বজিৎ সাহা। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন সচিব মো. নজরুল ইসলাম খান ও ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. জীনাত ইমতিয়াজ আলী আনুষ্ঠানিকভাবে সনদ গ্রহণ করেন। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল শাহিদা বেগম, আলোকচিত্রী পাভেল রহমান, ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তাবৃন্দ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া-কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন। ইনস্টিটিউটের ভাষা-জাদুঘরে সনদটি প্রদর্শনের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে।

নিউ ইয়র্ক রাজ্যের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের স্বীকৃতি-সনদ সাবেক শিক্ষাসচিব ও ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালকের নিকট হস্তান্তর করছেন নিউ ইয়র্কের মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের সভাপতি বিশ্বজিৎ সাহা

মাতৃভাষা ও স্বদেশপ্রেমের কবিতাপাঠ

মহান বিজয় দিবস ২০১৫ উপলক্ষে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ সন্ধ্যা ৬টায় ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে *মাতৃভাষা ও স্বদেশপ্রেমের কবিতা পাঠের* আয়োজন করা হয়। সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে ১৫ জন কবি তাঁদের কবিতা পাঠ করেন। কবিদের মধ্যে ছিলেন কাজী রোজী, রুবী রহমান, কামাল চৌধুরী, হাবীবুল্লাহ সিরাজী, মোহাম্মদ সাদিক, আলম তালুকদার, নাসির আহমেদ, আসলাম সানী, বিমল গুহ, আসাদ মান্নান, মনজুরুর রহমান, কাবেদুল ইসলাম, তারিক সুজাত ও শামীম রেজা।

এ অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক জীনাত ইমতিয়াজ আলী। আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে শিক্ষাসচিব জনাব মোঃ সোহরাব হোসাইন তাঁর মুগ্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।

সভাপতির ভাষণে সৈয়দ শামসুল হক বলেন, তথ্য-প্রযুক্তির বিভিন্ন উপকরণে রোমান হরফে বার্তা লিখনের প্রচলন আশঙ্কাজনকভাবে বিস্তার ঘটছে। বর্তমানে ভাষা-সাম্রাজ্যবাদ একটি বড় সমস্যা। এ সমস্যা উত্তরণে প্রযুক্তিগত যেসব কার্যক্রম গ্রহণ করা দরকার, তা নিয়ে মাতৃভাষা

ইনস্টিটিউটসহ সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। পরিশেষে তিনি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন।

মাতৃভাষা ও স্বদেশপ্রেমের কবিতাপাঠ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন শিক্ষাসচিব জনাব মোঃ সোহরাব হোসাইন

বিদেশি ভাষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন

সম্প্রতি ইনস্টিটিউটে বিদেশিদের বাংলাভাষা শিক্ষা ও এ-দেশীয়দের বিদেশি ভাষা শিক্ষার জন্য ৩০ আসনবিশিষ্ট ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রেনিং সেন্টার স্থাপিত হয়েছে।

ইনস্টিটিউটের চতুর্থ তলায় স্থাপিত *ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রেনিং সেন্টার*-এর ল্যাব

ইউনেস্কো-র ক্যাটিগরি-২ প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি লাভ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট সম্প্রতি ইউনেস্কো-র ক্যাটিগরি-২ ইনস্টিটিউটের স্বীকৃতি লাভ করেছে। প্যারিসে অবস্থিত ইউনেস্কো-র ৩৮তম সাধারণ অধিবেশনে সর্বসম্মতভাবে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি. এ অধিবেশনে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটকে ক্যাটিগরি-২ প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করায় বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে শিক্ষামন্ত্রী ইউনেস্কো-র সদস্য দেশগুলির প্রতিনিধিদের ধন্যবাদ জানান ও তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতার কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি. প্যারিসে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কো-র ৩৮তম সাধারণ অধিবেশনে বক্তৃতা করছেন

ইউনেস্কো ক্যাটিগরি-২ প্রতিষ্ঠানের চুক্তিস্বাক্ষর

ইউনেস্কো-র সদর দপ্তরে ১২ জানুয়ারি ২০১৬ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সঙ্গে ইউনেস্কো-র সম্পাদিত ক্যাটিগরি-২ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশের পক্ষে ফ্রান্সে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত এম. শহীদুল ইসলাম ও ইউনেস্কো-র পক্ষে শিক্ষাবিভাগের সহকারী মহাপরিচালক কিয়াং তাং এ চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ইউনেস্কো-র ক্যাটিগরি-২ প্রতিষ্ঠান ঘোষণার চুক্তিপত্র বিনিময় করছেন ইউনেস্কোর সহকারী মহাপরিচালক (শিক্ষা) মি. কিয়ান তাং এবং বাংলাদেশের পক্ষে ফ্রান্সে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত এম. শহীদুল ইসলাম

ভাষা-জাদুঘর পরিদর্শন

বিগত কয়েক মাসে দেশের বিভিন্ন প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণির শিক্ষার্থী ও তাদের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ এবং দেশের ও দেশের বাইরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা-জাদুঘর পরিদর্শন করেছেন। পরিদর্শন শেষে তাঁদের অনেকে পরিদর্শন বইয়ে মন্তব্য ও সুপারিশ লিপিবদ্ধ করেছেন।

মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিপরিষদ সচিব ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা হোসেন তওফিক ইমাম ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ ভাষা-জাদুঘর পরিদর্শন করেন। নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন : 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর সংগ্রহশালা দেখে অভিভূত হয়েছি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভাষা, ভাষার উৎপত্তি সবকিছু দেখে অনেক বিষয় দেখার ও জানার আছে। জ্ঞান-পিপাসুদের কৌতূহল মেটাবে এই জাদুঘর। আরও সমৃদ্ধি কামনা করি।'

রেডিও জাপানের বাংলা বিভাগের প্রতিনিধি চিকা মুরাকামি ২৯ অক্টোবর ২০১৫ ভাষা-জাদুঘর পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তাঁর সঙ্গে ছিলেন বাংলাদেশ বেতারের উপপরিচালক মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান। তিনি লেখেন, 'I think there are no place such a lot of information about languages. Very interesting place.' [*sic*]

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) থেকে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীরা ২৭ মে ২০১৫ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ভাষা-জাদুঘর পরিদর্শন করেন। তারা তাদের মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন: জাদুঘরে সন্নিবেশিত বিভিন্ন দেশের মাতৃভাষার উৎপত্তি, ইতিহাস এবং বাংলাভাষার আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন দুর্লভ তথ্য ও চিত্র আমাদের সমৃদ্ধ করেছে।

অন দ্য জব ট্রেনিং কর্মসূচি

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২৯ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত ১০ দিনব্যাপী অন দ্য জব ট্রেনিং কর্মসূচি সম্পন্ন হয়। এতে যেসব বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় সেগুলির মধ্যে ছিল অফিস ব্যবস্থাপনা, নথিলিখন, নথি-ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ, ছুটিবিধি, পেনশন ও আনুতোষিক, সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা ১৯৭৯, আউটসোর্সিং নীতিমালা, অগ্রিম মঞ্জুরি ইত্যাদি।

পরিচালনা বোর্ডের ৬ষ্ঠ সভা অনুষ্ঠিত

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালনা বোর্ডের ৬ষ্ঠ সভা ২১ এপ্রিল ২০১৬ ইনস্টিটিউটের চেয়ারম্যান ও মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি.-র সভাপতিত্বে ইনস্টিটিউটের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ইউনেস্কো ক্যাটিগরি-২ প্রতিষ্ঠানের মর্যাদালাভে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও ধন্যবাদ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। একই সঙ্গে ইউনেস্কো কার্যনির্বাহী বোর্ডের বাংলাদেশ প্রতিনিধি ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী কনভেনশন রেকমেনডেশন কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ায় তাঁকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালনা বোর্ডের ৬ষ্ঠ সভায় উপস্থিত মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি. ও অন্যান্য

ইউনেস্কো ক্যাটিগরি-২ ইনস্টিটিউট অনুযায়ী উপদেষ্টা কমিটি গঠন, কার্যনির্বাহী কমিটি ও কর্মপরিকল্পনা পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়ন উপ-কমিটি গঠন, সুনির্দিষ্ট স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ, উপভাষা জরিপ ও গবেষণা, ভাষা-জাদুঘরে ভাষার লিখিত ও কথ্যরূপের নমুনা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, বিশ্বের বিপন্ন ভাষাসমূহের লিখিত রূপ, ভাষার গান ও কবিতা ইত্যাদি আর্কাইভে সংরক্ষণ, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসম্ভার বাংলায় অনুবাদ, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীয় ভাষাসমূহের পাঠক্রম তৈরিতে ইনস্টিটিউটকে দায়িত্ব প্রদান ইত্যাদি সভায় আলোচিত ও বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচনাকালে সভাপতি ইউনেস্কো-র সঙ্গে ইনস্টিটিউটের সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী বর্তমান নীতিমালা সংশোধনের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, শিক্ষাসচিব মোঃ সোহরাব হোসাইন, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ হুমায়ুন খালিদ, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব আক্তারী মমতাজ, প্রফেসর ইমেরিটাস রফিকুল ইসলাম, ইউনেস্কো-র বাংলাদেশ প্রতিনিধি মাহফুজা রহমান, অধ্যাপক বেগম আকতার কামাল, অধ্যাপক জীনাত ইমতিয়াজ আলী এবং বহির্দেশীয় দু-জন সম্মানিত সদস্য অধ্যাপক উদয়নারায়ণ সিংহ ও অধ্যাপক পবিত্র সরকার প্রমুখ।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের আয়োজনে ইনস্টিটিউট সভাকক্ষে *সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দাপ্তরিক কাজে ও যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলাভাষার ব্যবহার* শীর্ষক পাঁচ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ (২৪-২৮ এপ্রিল ২০১৬) অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এ প্রশিক্ষণে বিভিন্ন সরকারি অধিদপ্তর, দপ্তর ও সংস্থা থেকে প্রথম শ্রেণির ২১ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক, কোর্স পরিচালক ও কোর্স সমন্বয়কারীর সঙ্গে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

প্রশিক্ষণের উল্লেখযোগ্য বিষয়ের মধ্যে ছিল বাংলা উচ্চারণ ও আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালার ব্যবহার এবং এ লিখনবিধির সাহায্যে বাংলা শব্দের উচ্চারণ নির্দেশ; প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম; দাপ্তরিক কাজে পরিভাষার ব্যবহার; সরকারি যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় ভাষার প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ; উপযুক্ত বিরাম চিহ্নের ব্যবহার; তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে বাংলাভাষার ব্যবহার ইত্যাদি। প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, আইটি বিশেষজ্ঞ, *আমাই*-এর ফ্যাকাল্টিসহ বিষয়-বিশেষজ্ঞগণ। প্রশিক্ষণ সফলভাবে সমাপ্ত করায় অংশগ্রহণকারী সকলকে সনদ প্রদান করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক জীনাত ইমতিয়াজ আলী।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক প্রশিক্ষণার্থীদের সনদ প্রদান করছেন

ফটোগ্যালারি : আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৬ উদ্‌যাপন

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ইনস্টিটিউটের মিলনায়তনে আগত বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ

প্রাপকের অবর্তমানে নিচের ঠিকানায়
ফেরত দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো :

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট

১/ক, সেগুনবাগিচা (শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি)

ঢাকা ১০০০

প্রাপক

.....

.....

.....

সম্পাদক : অধ্যাপক জীনাত ইমতিয়াজ আলী

নির্বাহী সম্পাদক : শেখ মোঃ কাবেদুল ইসলাম

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, ১/ক, শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০ কর্তৃক প্রকাশিত এবং এলিয়েন্ট থেকে মুদ্রিত।